মাদক ব্যবসার সাথে জড়িয়েছে নারী ও যুবকরাও (২য় পর্ব)

মেহেরপুরে মাদকের সাথে জড়িয়ে পড়েছে নারীসহ যুবকরা। মাদক সেবনসহ ব্যবসায়ী হিসেবেও শোনা যাচ্ছে এদের নাম। অব্যাহত অভিযান, আটক, জেল, জরিমানা কোন কিছুতেই যেন কমছেনা মাদকের বেপরোয়তা।

গতকাল এক বিজ্ঞপ্তিতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খাঁন বলেছেন, ভারত, মিয়ানমার থেকে মাদকের চালান বন্ধে সরকারকে বেগ পেতে হচ্ছে। কেন বেগ পেতে হচ্ছে, তাহলে কি মাদক নিয়ন্ত্রণে প্রশাসন ব্যর্থ হচ্ছে। এমন প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে সুধিজনের মধ্যে।

পুলিশের দাবি মেহেরপুরে মাদক এখন নিয়ন্ত্রণে। কিন্তু বাস্তবতা বলছে অন্য কিছু। গতকাল রবিবার সকালেও মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা বালিয়াঘাট থেকে হাড়াভাঙ্গা গ্রামের মজিবর রহমানের ছেলে ও সেন্টার পাড়ার রুহুল আমিনের ছেলে মিন্টু মিয়া নামের দুইজনকে ৪২৬ বোতল ফেন্সিডিলসহ আটক করেছে গাংনী পুলিশ এবং বিকালে সদর উপজেলার বুড়িপোতা থেকে বাজিতপুর বিজিবি ক্যাম্পের সদস্যরা ২০ বোতল ফেন্সিডিলসহ কুশলি বেগম নামের এক মাদক ব্যবসায়ী আটক করেছে।

মাদকের সাথে জড়িতরা প্রায় আটক হচ্ছে, জেল খাটছেন আবার জামিনে মুক্তু হয়ে মাদক ব্যবসায় জড়িয়ে পড়ছেন।

গত ৬ জানুয়ারী মেহেরপুর প্রতিদিন প্রত্রিকায় “মাদকের অভয়ারণ্য তেঁতুলবাড়িয়ার বিভিন্ন সীমান্ত” শিরোনামে ১ম পর্ব প্রকাশিত হয়। যেখানে ১৯ জন মাদক ব্যবসায়ীর নাম প্রকাশ হয়।

২য় পর্বের অনুসন্ধানিতেও উঠে এসেছে আরও ১০ জনের নাম। এর মধ্যে আছে বেশির ভাগ নারী ও যুবকের নাম। এদের বয়স ২৫ থেকে ৩৫ এর মধ্যে। ফলে সামাজিক অবক্ষয়ের অন্যতম কারণ এই যুবকদের কারণে। জীবনের মূল্যবান সময়টা কারো না কারো প্ররোচনায় অথবা অধিক ইনকামের আশায় তারা মাদকে জড়িয়ে পড়ছেন।

গাংনী উপজেলার মোহাম্মদপুর গ্রামের ইউনুস মোল্লার ছেলে সুজন। এর বিরুদ্ধে মাদকসহ ৪টি মামলা রয়েছে। ধরণ পাল্টিয়ে মাদকের রমরমা ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছেন। করমদী গ্রামের আমির কসাই এর ছেলে সাহারুল। এর বিরুদ্ধে ২টি মাদক মামলা আছে। ২০১৮ ও ১৯ সালে সে

গাংনী ইউএনও কার্যালয় ও পৌরসভার বিদ্যুৎ বিল বাকি ৩০ লাখ টাকা

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসারের (ইউএনও) কার্যালয় ও গাংনী পৌর সভার ৩০ লাখ টাকা বিদ্যুৎ বিল বকেয়া রয়েছে। বকেয়া আদায় করতে প্রতিনিয়ত নাজেহাল হচ্ছেন গাংনী পল্লী বিদ্যুৎ।

বকেয়া বিদ্যুৎ বিল আদায়ের জন্য বারবার মৌখিক ও লিখিত ভাবে তাগাদা দিলেও বিল দিতে গড়িমসি করছেন বিল খেলাপি দুটি কার্যালয়। অথচ একজন ব্যক্তি মালিকানা পরপর দুই বা তিন মাসের বিল খেলাপি হলেই তার বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয় পিবিএস।

নিয়ম অনুযায়ী সরকারি ও আধা সরকারি প্রতিষ্ঠান/স্বায়ত্বশাসিত/কর্পোরেশন সমুহের বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করা না হলে সংযোগ বিচ্ছিন্নের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক নির্দেশনা দেয়া হয়।

যা বিভিন্ন গণ মাধ্যম সহ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচারিত হলেও গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয় ও গাংনী পৌর সভায় প্রায় ৩০ লাখ টাকা বকেয়া মাথায় নিয়েও চালানো হচ্ছে বিদ্যুৎ। এদিকে মেপবিস এর উর্ধতন কর্তৃপক্ষের চাপে দিশে হারা হয়ে পড়েছেন ডিজিএম।

গাংনী পল্লী বিদ্যুৎ অফিস সুত্রে জানাগেছে, গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসের নামে মেইন মিটার যার হিসাব নং-১৩৬/৪৪১০, ৫/৯৮ হতে বিভিন্ন সালের ১১/১৯ পর্যন্ত বকেয়ার পরিমাণ ১৩ লাখ ২৩ হাজার ৯৭৬ টাকা। (অফিস ভবন) হিসাব নং-১৩৬/৬৮৩০, বকেয়ার মাস ১১/১৮ হতে ১১/১৯ পর্যন্ত বকেয়ার পরিমাণ ২ লাখ ৩৬ হাজার ৬৫ টাকা।

উপজেলা নির্বাহী অফিসারের (আবাসিক ভবন) হিসাব নং-১৩৬/১৪৫০,

বকেয়ার মাস ১/১০, ১/১৩+৯/১৩, ১+৫+১১/১৪, ৬/১৫, বকেয়া টাকার পরিমাণ ৫৩ হাজার ৩০৮ টাকা। উপজেলা নির্বাহী অফিসের (পানির পাম্প) হিসাব নং-৬৮৪০, বকেয়ার মাস- ২+৫/১৬, ৫/১৮, ১১/১৯ টাকার পরিমাণ ১৮ হাজার ৮৬৫ টাকা। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন মাসের গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসারের দায়িত্বে ব্যাবহৃত মোট বকেয়ার পরিমাণ ১৫ লাখ ৬৩ হাজার ৬৭৮ টাকা।

অপরদিকে গাংনী পৌর সভার এ পর্যন্ত বিদ্যুৎ বিল বকেয়া আছে ১৫ লাখ ৭৯ হাজার ৬৫১ টাকা।

সুত্রে আরো জানায়, মেহেরপুর পল্লীবিদ্যুৎ সমিতির বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশনের নির্দারিত দর অনুযায়ী বাংলাদেশ বিদ্যুৎ মউন্নয়ন বোর্ডের নিকট থেকে সরাসরি বিদ্যুৎ ক্রয় করে খুচরা পর্যায়ে বিক্রয় করে থাকে। অত্র পবিসকে প্রতি মাসেই ক্রয়কৃত বিদ্যুতের মুল্য নগদে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিউবো) কে পরিশোধ করতে হয়। কিন্তু ভোক্তা পর্যায়ে বিক্রয়কৃত অর্থ পাওয়া না গেলে অর্থ ব্যাবস্থাপনায় জটিলতা দেখা দেয়।

অন্যদিকে বিদ্যুৎ বিল সরকারি দাবি বা সরকারি রাজস্ব হিসাবে পাবলিক ডিমান্ড রিকোভারি এক্ট অব ১৯১৩ এর বিধান অনুসারে আদায়যোগ্য হলেও গাংনী জোনাল অফিসের ডিজিএম নাজেহাল হয়ে পড়েছেন।

এব্যাপারে মেহেরপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির গাংনী জোনাল অফিসের দায়িত্বরত ডিজিএম নিরাপদ দাস জানান, বকেয়া বিল আদায়ের লক্ষে মৌখিক ভাবে বার বার তাগাদাসহ অনুরোধ করা হলেও বকেয়া পরিশোধের কোন উদ্যোগ নিচ্ছেননা উপজেলা নিবাহী অফিসার। তার পরেও বকেয়া বিল পরিশোধের জন্য একাধিকবার লিখিত ভাবে অনুরোধ জানানো হয়।

গাংনী পৌর সভার মেয়র আশরাফুল ইসলাম বলেন আমার সময়ে এক মাসের বিল বকেয়া নেই। বিগত মেয়র থাকা অবস্থায় ৫ বছর বিল না দিয়ে বকেয়া করে গেছেন। যা এখন আমার ঘাড়ে বকেয়া বিলের দায় চেপে বসেছে। তবে আস্তে আস্তে বকেয়া বিল দেয়া হচ্ছে। আশাকরি খুব শিঘ্রই সমন্বয় হয়ে যাবে।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও দিলারা রহমান জানান, আমার পরিষদের টাকা বকেয়া নেই। বকেয়া আছে উপজেলা পরিষদের। আমি উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মহদ্বয়কে বলেছি বকেয়া বিল পরিশোধের জন্য। সরকারি বরাদ্দে বিদ্যুৎ বিল আলাদা ভাবে বরাদ্দ না থাকায় বিল পরিশোধ করা যাচ্ছেনা। তবে খুব শিঘ্রই বকেয়া বিল পরিশোধ করা হবে।

গাংনী উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এম.এ খালেক জানান, আমি আমার পরিষদের কোন বকেয়া নেই। আমি নির্বাচিত হয়ে এ পর্যন্ত এক মাসেরও বিল বকেয়া নেই। বিগত চেয়ারম্যান আমলে বকেয়া থাকতে পারে।

মেপ্র/এমইএম

আরো পড়ুন: মোবাইল ছেড়ে পড়া লেখায় মন দাও মানুষের মতো মানুষ হও

বাংলাদেশ এখন জঙ্গী মুক্ত

জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপি বলেছেন, দক্ষিণ পুর্ব এশিয়াতে জঙ্গী আছে। কিন্তু বাংলাদেশ এখন জঙ্গী মুক্ত। ৭১ এর পরাজিত শত্রুদের জিয়াউর রহমান মন্ত্রী বানিয়েছিলেন।

২০০১ থেকে ২০০৬ সালের সরকার আমাদের এই দেশ পরিচালনায় ব্যর্থ হয়েছিল। সারের জন্য ১৮ জন কৃষকদের গুলি করে হত্যা করার খবর সংবাদপত্রে ছাপা হয়েছিল।

শনিবার দুপুরে মেহেরপুর জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে উপজেলা প্রশাসন আয়োজিত “অপ্রতিরোধ্য আগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ” শিরোনামের আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রতিমন্ত্রী আরও বলেন-অপ্রতিরোধ্য বাংলাদেশ গড়ার স্বপদ্রষ্টা ছিলেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

তাঁর দেখানো পথেই দেশ পরিচালনা করছেন তাঁরই সুযোগ্য কণ্যা বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। প্রধান মন্ত্রীর একটানা দীর্ঘ ১১ বছরের পরিশ্রমে দেশ আজ মধ্যম আয়ের দারপ্রান্ত। প্রতিমন্ত্রী জোর দিয়ে বলেন- ভবিষ্যতে বিশে^র চারটি দেশে সর্বোচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হবে। যার মধ্যে একটি হবে বাংলাদেশ।

সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মাসুদুল আলমের সভাপতিত্বে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন জেলা প্রশাসক আতাউল গনি, পুলিশ সুপার এস এম মুরাদ আলী, পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন, সদর উপজেলা চেয়ারম্যান অ্যাড. ইয়ারুল ইসলাম, জেলা আ’লীগের যুগ্ম সম্পাদক এ্যাড. ইব্ররাহীম শাহীন, জেলা জজ কোর্টের পিপি এ্যাড, পল্লভ

ভট্টাচর্য প্রমুখ।

এর আগে বঙ্গবন্ধুর জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে মেহেরপুরে “অপ্রতিরোধ্য আগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ” শীর্ষক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের করা হয়।

মেপ্র/এমইএম

দখল আর দুষণে ঝিনাইদহের নদ-নদীগুলো এখন মরা খাল

দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের সীমান্তবর্তী জেলা ঝিনাইদহ। জেলার ৬ টি উপজেলার বুক চিরে বয়ে গেছে ১২ টি নদ-নদী। কিন্তু খননের অভাব আর দখলদারদের কারণে নদীগুলো পরিণত হয়েছে মরা খালে।

এখন আর যৌবন নেই নদ নদীগুলোতে। পাওয়া যায়না দেশীয় প্রজাতির মাছ। শুষ্ক মৌসুমে পানি থাকেনা। সেখানে চাষ করা হয় ধান, পাট, সরিষাসহ নানা ফসলের।

এই সুযোগে নদীর পাড়ের জায়গা দখল করতে ব্যস্ত দখলদাররা। ঝিনাইদহে নদীর জায়গা দখল করে গড়ে উঠছে ঘরবাড়ি, দোকানপাট ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান।

জানা যায়, ঝিনাইদহের উপর দিয়ে বয়ে গেছে নবগঙ্গা, চিত্রা, কুমার, বেগবতি, গড়াই, ইছামতি, ডাকুয়া, কপোতাক্ষ, কালীগঙ্গা, কোদলা, বুড়ী ও ফটকী নদ-নদী। যার মোট আয়তন ১ হাজার ৬’শ ৪১ দশমিক ৭৫ হেক্টর।

ঝিনাইদহ শহরের বুকচিরে বয়ে যাওয়া নবগঙ্গা নদী। বিভিন্ন স্থানে নদীর জায়গা দখল করে নির্মাণ করা হচ্ছে ঘরবাড়ি, দোকানপাট ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান। ড্রেনের ময়লা আবর্জনা গিয়ে পড়ছে নদীতে।

এসব কারণে একদিকে যেমন কমছে নদীর প্রশস্ততা, সেই সঙ্গে মাছসহ জলজ প্রাণী ও পরিবেশ হুমকির মুখে পড়ছে। তাই দ্রুত সরকারকে ব্যবস্থা

গ্রহন করার দাবি স্থানীয়দের।

ঝিনাইদহ শহরের কাঞ্চন নগর এলাকার ষাটোর্ধ রাশেদ মালিতা বলেন, ছোটকালে দেখেছি নবগঙ্গা নদীতে বড় বড় নৌকা আসত। ধোপাঘাটা ব্রীজ এলাকায় নৌকা নোঙর করে ব্যবসায়ীরা ঝিনাইদহ শহরে আসতো।

কিন্ত সেই নদীতে এখন ডিঙ্গি নৌকাও চলে না। বর্ষা মৌসুমে একটু পানি থাকলেও শীত মৌসুমে পানি থাকে না। হেটেই নদী পার হওয়া যায়।

একই এলাকার পার্থ মল্লিক নামের আরেক বাসিন্দা বলেন, দখল হওয়া জায়গা দখলমুক্ত করে নদী খনন করা হলে নদীগুলো তার নাব্যতা ফিরে পেত। এ জন্য জেলা প্রশাসনসহ সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তপক্ষের হস্তক্ষেপ কামনা করেন তিনি।

ঝিনাইদহ পরিবেশ ও জীব বৈচিত্র সংরক্ষন কমিটির সাধারণ সম্পাদক ও নদী রক্ষা কমিটির নেতা মিজানুর রহমান বলেন, জেলার সবগুলো নদীই এখন দখলদারদের দখলে।

এ দখলদারদের উচ্ছেদ করার জন্য আমরা প্রশাসনকে বার বার তাগাদা দিচ্ছি। তাদের সাথে মিটিং করছি, স্মারকলিপি দিচ্ছি। কিন্তু মজার বিষয় হচ্ছে আজ পর্যন্ত স্থানীয় প্রশাসন দখলদারদের উচ্ছেদের ব্যাপারে কোন প্রদক্ষেপই গ্রহণ করেনি। সারাদেশের ন্যায় ঝিনাইদহে নদীগুলো দখলমুক্ত করার আহ্বান জানান তিনি।

এ ব্যাপারে ঝিনাইদহের জেলা প্রশাসক সরোজ কুমার নাথ বলেন, নবগঙ্গা নদীর উৎসমুখ চুয়াডাঙ্গার মাথাভাঙ্গা নদী থেকে আসা এ নদীটির মুখ বন্ধ হয়ে আছে বহুবছর ধরে।

এবার চুয়াডাঙ্গা জেলাকে অনুরোধ করা হয়েছে উৎস্যমুখ খনন করার জন্য। সেখানকার জেলা প্রশাসন জানিয়েছেন উৎসমুখ খনন করার জন্য মন্ত্রনালয়ে প্রস্তবনা পাঠিয়েছেন।

সেখানে খনন করা হলে চিত্রা, বেগবতি আর নবগঙ্গা কিছুটা হলেও পানি পাবে। এছাড়াও যেসব স্থানে অবৈধ দখলদার রয়েছে সেখানে দ্রুতই অভিযান চালিয়ে দখলদারদের উচ্ছেদ করা হবে।

২২ জানুয়ারি থেকে ই-পাসপোর্ট

আগামী ২২ জানুয়ারি থেকে ই-পাসপোর্ট (ইলেক্ট্রনিক পাসপোর্ট) বিতরণ শুরু হবে। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সকল প্রস্তুতি ও আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করেছে।

ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট বিভাগের (ডিআইপি) মহাপরিচালক (ডিআইজি) মেজর জেনারেল শাকিল আহমেদ আজ গণমাধ্যমকে বলেন, আমরা আগামী ২২ জানুয়ারি থেকে ই-পাসপোর্ট বিতরণ উদ্বোধন করতে কাজ করছি।

আগামী ২২ জানুয়ারি এ বিষয়ে নগরীর বঙ্গবন্ধু আর্ন্তজাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে সকাল ১০টায় এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে ই-পাসপোর্টের উদ্বোধন করবেন বলে তিনি আশা করছেন।

ডিআইজি বলেন, ডিআইপি প্রাথমিকভাবে আগারগাঁও, যাত্রাবাড়ি এবং উত্তরা পাসপোর্ট অফিস থেকে ই-পাসপোর্ট বিতরণ করা হবে এবং পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে সবর্ত্র ই-পাসপোর্ট বিতরণ করা হবে।

তিনি বলেন, বিখ্যাত জার্মান কোম্পানি ভেরিডোস জিএমবিএইস দেশে ই-পাসপোর্ট ও ই-গেট নিয়ে কাজ করছে।

তিনি আরো জানান, ই-পাসপোর্টের সূচনা দিয়ে ইমিগ্রেশন প্রক্রিয়া তৈরি করার প্রক্রিয়া চলছে।

ইন্টারন্যাশনাল সিভিল এভিয়েশন অর্গানাইজেন (আইসিএও)’র মতে বিশ্বের একশ’টিরও বেশি দেশ বর্তমানে ই-পাসপোর্ট ব্যবহার করছে। পাসপোর্ট বুকলেটে একটি ইলেক্ট্রনিক চিপ ব্যবহারের মাধ্যমে চিরাচরিত ননইলেক্ট্রনিক পাসপোর্টের চেয়ে ইলেক্ট্রনিক পাস পোর্ট অধিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করে।

এতে পাসপোর্টের দুটি পেজে দৃশ্যমান বায়োগ্রাফিকেল তথ্য ভাণ্ডার ও একটি ডিজিটাল নিরাপত্তা ফিচার থাকে। ডিজিটাল ফিচার হচ্ছে কোন দেশের সুনিদিষ্ট ডিজিটাল স্বাক্ষর। এই ডিজিটাল স্বাক্ষরগুলো প্রতিটি দেশে একক এবং স্ব স্ব সার্টিফিকেটের মাধ্যমে এটি যাচাই করা যাবে।

প্রকল্প তথ্য অনুযায়ী, “বাংলাদেশ ই-পাসপোর্ট চালু এবং অটোমেটিক

বর্ডার কন্ট্রোল ম্যানেজমেন্ট” প্রজেক্টটি ৪,৫৬৯ কোটি টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে। সরকারের নিজস্ব তহবিলে ২০১৮ সালের জুলাই থেকে ২০২৮ সালের জুন পযর্ন্ত প্রকল্পটি বাস্তবায়ন হবে।

দশ বছরে মোট ৩০ মিলিয়ন পাস পোর্ট সরবরাহ করা হবে। এই ই-পাসপোর্ট ইস্যু করার মাধ্যমে ইমিগ্রেশন আনুষ্ঠানিকতার সমস্ত প্রক্রিয়াই অনলাইনে সম্পন্ন হবে।

তথ্যসূত্র মতে, দুই মিলিয়ন পাস পোর্ট তৈরি হবে জামার্নিতে। ফলে যারা আগে আবেদন করবেন, তারা জামার্নীর তৈরি পাস পোর্ট পাবেন। ই-পাস পোর্টের মেয়াদ হবে ৫ থেকে ১০ বছর।

মেশিন রিডেবল পাসপোর্টের পাশাপাশি ইলেক্ট্রনিক পাসপোর্টের জন্য ২০১৮ সালের ১৯ জুলাই ডিআইপি এবং ভেরিডসের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষর হয়।

মাদকের অভয়ারণ্য তেঁতুলবাড়ীয়ার বিভিন্ন সীমান্ত (পর্ব-১)

মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার তেঁতুলবাড়িয়া ইউনিয়নের বেশ কিছু গ্রাম মাদক ব্যবসার নিরাপদ রুট হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে। তেঁতুলবাড়িয়া, খাস মহল, রংমহল, সহড়াতলা, কল্যানপুর, নওদাপাড়া, পলাশীপাড়া, মথুরাপুর, করমদি গ্রামের বেশ কিছু পরিবারের সদস্যরা জড়িয়ে পড়েছে মাদক ব্যবসার সাথে। গাঁজা, ফেন্সিডিল, মদ সহ বিভিন্ন মাদক দ্রব্য ভারত থেকে এনে ছড়িয়ে দিচ্ছে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে।

নির্ভরযোগ্য একটি সুত্র থেকে জানা যায়, নির্দিষ্ট কমিশন দিয়ে ভারত থেকে মাদক দ্রব্য আনা হয়। প্রতি ১০০ বোতল ফেন্সিডিল আনতে কমিশন হিসেবে দিতে হয় ৪ থেকে ৫ হাজার টাকা। প্রত্যেক ব্যবসায়ীদের কাছে থেকে নির্দিষ্ট হারে চাঁদা নিয়ে ম্যানেজ করা হয় কিছু প্রশাসনের লোকদের।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, সহড়াতলা গ্রামের আজের আলীর ছেলে লাইনম্যান

বাদশা ও তেঁতুলবাড়িয়া গ্রামের মৃত আকেববার আলীর ছেলে এলাকার ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক নেতা মোখলেছুর রহমান মোখলেছ ঐ এলাকার মাদক ব্যবসার নিয়ন্ত্রক হিসেবে কাজ করে। এলাকার চিহিৃত মাদক ব্যবসায়ী হিসেবেও পুলিশের কাছে তথ্য রয়েছে পুলিশের একটি সূত্র জানিয়েছে।

এ বিষয়ে মোখলেছ এর সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি মোবাইল ফোনে মেহেরপুর প্রতিদিনকে জানান, আমি একজন রাজনৈতিক নেতা। আমার বিরুদ্ধে যা অভিযোগ উঠেছে সেটা সঠিক না।

এছাড়াও এক বা একাধিক মাদক মামলার পলাতক আসামী এখনো চুটিয়ে ব্যবসা চালাচ্ছে। এর মধ্যে রয়েছে, করমদি গ্রামের আফেল উদ্দিন এর ছেলে আব্দুল হান্নান। যার বিরুদ্ধে একটি অস্ত্র মামলা ও তিনটি মাদক মামলা রয়েছে। পুলিশের ধরা ছোয়ার বাইরে থেকে মাদক ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে।

সহড়াতলার হারুন-অর-রশিদ এর ছেলে মাদান। ২০১৬ সালে ১১২ পিচ ভারতীয় শাড়ি সহ মাদান আটক হয়। শাড়ী চোরাচালান এর দায়ে গাংনী থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়।

সহড়াতলা গ্রামের আজের আলীর ছেলে বাদশা। সে লাইনম্যান হিসেবে কাজ করে। ২০১২ সালে ১২ বোতল ফেন্সিডিলসহ পুলিশের হাতে ধরা খায়। এরপর জামিনে মুক্ত হয়ে এলাকায় মাদক ব্যবসার মুল নিয়ন্ত্রক হিসেবে কাজ করে।

কল্যানপুর গ্রামের সামসুল এর ছেলে শরিফুল। যার বিরুদ্ধে গাংনী থানায় ২টি মাদক মামলা আছে। ২০১৮ সালে অক্টোবর মাসের ২৭ তারিখে ৫৯ বোতল ফেন্সিডিলসহ আটক হয়। একই সাথে নজরুল এর ছেলে রুবেলও আটক হয়।

নওদাপাড়ার মেহের শেখ এর হামিদুল। ২০১২ সালের মারামারি মামলার আসামী। এখন সে ফেন্সিডিল ব্যবসায়ী।

মথুরাপুরের রবিউল এর ছেলে রজব। এবছর মার্চ মাসের ৭ তারিখে ১৮ বোতল ফেন্সিডিল সহ আটক হয়। তার বিরুদ্ধে গাংনী থানায় ২ টি মাদক মামলা আছে।

মৃত ওয়াজিল শেখ এর ছেলে কালু। তার বিরুদ্ধে ২ টি মাদক মামলা আছে। পলাশীপাড়ার গোলাম রসুল ওরফে ফড়ুর ছেলে সেলিম। ২০১০ সালে স্বর্ন চুরি মামলায় আটক হয়।নখাসমহলের মৃত চাঁন্দর ছেলে মফিজ। তার

বিরুদ্ধে ৩টি মাদক সহ গাংনী থানায় ৪টি মামলা আছে।

এছাড়াও সহড়াতলার আতর আলীর ছেলে আসাদুল, মথুরাপুরের মৃত ইব্রাহীম এর ছেলে সাইদ, মৃত কামাল খাঁ এর ছেলে আশরাফ, তেঁতুলবাড়িয়া গ্রামের জানালির ছেলে মোসা, মনিরুল ফকির এর স্ত্রী রাহিমা, সামেক উদ্দিন এর ছেলে রহিম।

বেশ কিছু চিহ্নিত মাদক ব্যবসায়ী প্রশাসনকে ম্যানেজ করে পুলিশ ক্লিয়ারেন্স নিয়ে বিদেশেও পাড়ি জমিয়েছে।

এর মধ্যে রয়েছে হারান শেখ এর ছেলে লোকমান। চলতি বছর জুলাই মাসে ৫০ বোতল ফেন্সিডিল সহ আটক হয়। তার বিরুদ্ধে গাংনী থানায় মাদক মামলা আছে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বেশ কয়েকজন ব্যাক্তি জানান, এলাকার প্রভাবশালী নেতা মখলেছ ও লাইনম্যান বাদশার নেতৃত্বে চলছে মাদক ব্যাবসা। প্রশাসনকে ম্যানেজ করে সরাসরি ভারত থেকে মাদক নিয়ে আসছে। রাতে ভারত থেকে কাঁটাতারের বেড়া পার করে সকালের ভিতর বিভিন্ন মাধ্যমে ক্রেতাদের কাছে পৌছে দেওয়া হয়। বড় বড় চালান আসলে সেগুলো বিভিন্ন যান বাহনে করে দেশের বিভিন্ন জায়গায় পাচার করা হয়।

বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ অনুযায়ি ২০১৯ সালের শুধু ডিসেম্বর মাসেই ১৬ জন মাদক ব্যবসায়ীকে বিভিন্ন মাদক দ্রব্যসহ আটক করা হয়েছে। সেই সাথে মাদক সেবনের অপরাধে ২ জনকে কারাদন্ড দেওয়া হয়েছে।

এরপরও কিন্তু থেমে যায়নি মাদক ব্যবসা। মামলায় আটক করা হলেও আদালত থেকে েজিান মুক্ত হয়ে যায় আসামীরা। ফিরে এসে আবার শুরু মাদক ব্যবসা। কেনইবা থামানো যাচ্ছে না মাদক ব্যবসাকে, দুর্বলতা কোথায়, এ ব্যর্থতার দায় কি শুধু প্রশাসনের নাকি অন্য কারও, এমন প্রশ্ন এলাকার সচেতন মহলের?

সহড়াতলা বিজিবি ক্যাস্প কমান্ডার খায়রুজ্জামান বলেন, আমি সবে মাত্র এখানে যোগদান করেছি। তারপরও নিয়মিত অভিযান অব্যাহত রেখেছি। আপনারা জানেন ইতিমধ্যে বেশ কয়েকবার মাদক দ্রব্য আটক করেছি। যারা এর সাথে জড়িত তাদেরকেও আটক করে আইনের আওতায় হবে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ওবাইদুর রহমান বলেন,

মাদক এর বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স ঘোষনা করা হয়েছে। যারা এর সাথে জড়িত তাদের বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত রয়েছে। মাদক নির্মুলে সব ধরনের ব্যবস্থা গ্রহন করেছে গাংনী থানা পুলিশ এবং সে মোতাবেক আমরা কাজ করে যাচ্ছি।

জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) ওসি রবিউল ইসলাম জানান, আমরা মাদক মুক্ত মেহেরপুর গড়তে বদ্ধ পরিকর। আপনারা জানেন প্রতিনিয়ত জেলা গোয়েন্দা পুলিশ মাদক ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাচ্ছে। ইতি মধ্যে মাদক সম্রাটদের আটক করে তাদের চালান দেওয়া হয়েছে। মাদকের বিরুদ্ধে আমাদের অভিযান অব্যাহত থাকবে। (চলবে)

- বিশেষ প্রতিনিধি

গমের ব্লাস্ট প্রতিরোধী বারি ৩৩ জাত নিয়ে আশাবাদ বিশেষজ্ঞদের

গমের ব্লাস্ট একটি ক্ষতিকর ছত্রাকজনিত রোগ। ছত্রাকটির বৈজ্ঞানিক নাম ম্যাগনাপরথি অরাইজি (পাইরিকুলারিয়া অরাইজি) প্যাথোটাইপ ট্রিটিকাম। গমের শীষ বের হওয়া থেকে ফুল ফোটার সময়ে তুলনামূলক উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়া থাকলে এ রোগের সংক্রমণ ঘটতে পারে।

তবে এ মৌসুমে গমে শীষ বের না হওয়ায় এখনো এখনো রোগের সংক্রমণ বোঝা যায়নি। এ রোগের কারণে গমের ফলন বিপর্যয় হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে ফলন একেবারেই কমে যায়।

মেহেরপুরসহ দেশের ৬টি জেলায় গত চার বছর ধরে এ রোগটি দেখা দিয়েছে। পরপর দুই বছর এ রোগের সংক্রমন থেকে মুক্তিপেতে সরকারি ভাবে গম চাষের নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়। তারপরও কিছু চাষী গম চাষ করায় ব্লাষ্ট রোগটি নির্মূল করা সম্ভব হয়নি। তবে ব্লাষ্ট রোগটি নির্মূলে এবং এর প্রতিরোধী গমের জাত নির্নয়ে গত ৩তন বছর ধরে মেহেরপুরে গবেষনা চলছে।

আন্তর্জাতিক গম ও ভুট্টা গবেষণা প্রতিষ্ঠান সিমিট, বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইন্সটিটউট, বাংলাদেশ পরমাণু গবেষণা ইন্সটিটউট, আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা ইন্সটিটিউটসহ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান গত তিন বছর ধরে মেহেরপুরে ব্লাষ্ট নির্মূল ও প্রতিরোধী জাত তৈরিতে গবেষণা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে বারি ৩৩ জাত সহ কয়েকটি প্রতিরোধী জাতও উদ্ভাবন করা সম্ভব হয়েছে কৃষি বিভাগ থেকে জানানো হয়েছে।

রোগের ইতিহাস ও লক্ষণ

১৯৮৫ সালে সর্বপ্রথম ব্রাজিলে দেখা যায়। পরে ব্রাজিলসহ দক্ষিণ আমেরিকার বলিভিয়া, প্যারাগুয়ে, আর্জেন্টিনা এসব দেশে এর বিস্তার হয়। বিভিন্ন সময়ে প্রায় ৩০ লাখ হেক্টর গমের জমি ব্লাস্ট রোগে আক্রান্ত হয় এবং ফলন উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পায়।

বাংলাদেশে সর্বপ্রথম ২০১৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের মাঝামাঝি সময়ে যশোর, কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, ঝিনাইদহ, চুয়াডাঙ্গা, বরিশাল ও ভোলা জেলায় প্রায় ১৫ হাজার হেক্টর জমিতে এ রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়, যা মোট গম আবাদি জমির প্রায় ৩ শতাংশ। তবে মেহেরপুরের গমের ব্লাস্ট রোগের কারণে প্রকৃত ক্ষতির মাত্রা ছিল আরো ভয়াবহ। সরকারিভাবে এই রোগটি প্রথম সনাক্ত করা হয় মেহেরপুরের মুজিবনগরে।

এ রোগের কারণে আক্রান্ত গমের ফলন শতকরা ২৫ থেকে ৩০ ভাগ কমে যায় এবং ক্ষেত্র বিশেষে কোনো কোনো ক্ষেতের ফসল প্রায় সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়ে যায়। প্রাথমিক পর্যায়ে ব্লাস্ট আক্রান্ত গম খেতের কোনো কোনো স্থানে শীষ সাদা হয়ে যায় এবং অনুকূল আবহাওয়ায় তা অতি দ্রুত সমগ্র খেতে ছড়িয়ে পড়ে। গমের কিছু শীষের উপরিভাগ শুকিয়ে সাদাটে বর্ণ ধারণ করে যা সহজেই নিম্নভাগের সবুজ ও সুস্থ অংশ থেকে আলাদা করা যায়।

আবার কোনো কোনো শীষের প্রায় সম্পূর্ণ অংশই শুকিয়ে সাদাটে হয়ে যায়। এটি গমের ব্লাস্ট রোগের আদর্শ লক্ষণ। প্রধানত গমের শীষে ছত্রাকের আক্রমণ হয়। কৃষি বিজ্ঞানীদের ভাষ্যমতে, আক্রান্ত বীজ এবং বাতাসের মাধ্যমে গমের ব্লাস্ট রোগ ছড়ায়। বৃষ্টির কারণে গমের শীষ ১২ থেকে ২৪ ঘণ্টা ভেজা থাকলে এবং তাপমাত্রা ১৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস অথবা এর বেশি হলে এ রোগের সংক্রমণ হয় এবং রোগের জীবাণু দ্রুত বাতাসের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। তবে গমের ব্লাস্ট রোগ প্রাদর্ভাবের জন্যে আবহাওয়া সব সময় সুনির্দিষ্ট কোন নিয়মের

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

এসব গবেষণার নেতৃত্ব দেন উদ্ভিদ রোগতত্ব গবেষক প্রফেসর ড. বাহাদুর মিয়া, প্রফেসর ড. তোফাজ্জেল হোসেন, প্রফেসর ড. আলী হোসেন, ড. নরেশ দেব বর্মা, ড. পরিতোষ মালাকার।

এছাড়াও ব্রিটিশ রয়েল সোসাইটি ফেলো প্রফেসর ড. নিকোলাস ট্যালবোট, প্রফেসর ড. সোফিয়ান কামাউন, ড. মোরিশিও, ড. পবন সিং, ড. টি পি তেওয়ারি নানাভাবে এসব গবেষণার সাথে সম্পৃক্ত রয়েছেন।

এ গবেষনা দলকে সহায়তা করছেন এবং মুখ্য ভুমিকা পালন করছেন মেহেরপুর কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক কিটতত্ত্ববিদ ড. আখতারুজ্জামান।

একটি টিম চলতি বছরও মেহেরপুর সদর উপজেলার ২টি এবং গাংনী উপজেলায় ১টি স্থানে গমের ব্লাস্ট রোগ নিয়ে গবেষণা শুরু হয়েছে।

চাষীদের কথা

মেহেরপুর সদর উপজেলার উজুল পুর গ্রামের গম চাষী মসলেম উদ্দিন জানান, গম চাষ না করলে খাবার সংকটে পড়তে হয়। সে কারণে গম চাষ করতেই হয়। গম চাষ বন্ধ না করে কিভাবে এ সমস্যা সমাধান করা যায় সে ব্যাপারে সরকারকে জোর দিতে হবে। তিনি আরো বলেন, ২০১৭ সালে ব্লাস্ট রোগের কারনে গমে কোন ফলন হয নি। ২০১৮ সালেও কিছুটা আক্রান্ত হয়। এবছরও গমে চাষ করেছি । এখনো বলা যাচ্ছেনা কি হবে।

ঝাউবাড়িয়া গ্রামের কৃষক আব্দুল কাদির জানান, গমে ব্লাস্ট রোগের কারণে গত বছর অর্ধেক ফলন হয়েছে। এবার প্রায় দেড় বিঘা জমিতে গমের চাষ করা হয়েছে। গমের চাষ না করলে আমাদের মত চাষীদের বাজার থেকে গম কিনে সংসার চালানো সম্ভব না। দ্রুত এর সমাধান বের করতে হবে।

কৃষি কর্মকর্তার কথা:

মেহেরপুর কৃষি সম্প্রসারণ অধিপ্তরের উপ-পরিচালক ড. আখতারুজ্জামান জানান, গবেষণা একটা চলমান প্রক্রিয়া। বাংলাদেশে বছরব্যাপী গমের ব্লাস্ট বিষয়ক গবেষণা পরিচালনা করা প্রয়োজন কিন্তু গ্রীণ হাউজ ফ্যাসিলিটিজ না থাকার কারণে মাঠ পর্যায়ে গবেষণা পরিচালনা করবার জন্যে পুরো একটা বছর অপেক্ষা করতে হয়।

তিনি জানান, প্রাপ্ত গবেষণার ফলাফল বিশ্লেষণে করে দেখা গেছে, বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইন্সটিটউট ইতোমধ্যে ব্লাস্ট

প্রতিরোধী বারি গম ৩৩ নামক একটা জাত উদ্ভাবন করেছেন এবং বোরলগ ১০০ নামে আরেকটি ব্লাস্ট প্রতিরোধী জাত অবমুক্তির পর্যায়ে রয়েছে। সিমিট এর গবেষণা থেকে জানা গেছে, বাংলাদেশে পরীক্ষিত প্রায় ৫হাজার গমের জাত থেকে আরো কিছু ব্লাস্ট প্রতিরোধী জাত পাবার আশা করা হচ্ছে।

ড. আখতারুজ্জামান জানান, গমের ব্লাস্ট রোগ প্রতিকারের কোন ব্যবস্থা করা না গেলেও প্রতিরোধক হিসেবে ভাল কীটনাশক উৎপাদক ও আমদানীকারক প্রতিষ্ঠানের ঞবনঁপড়হধুড়ষব ৫০%+ঞৎরভষড়ুীং◌ঃৎড়নরহ ২৫% কম্বিনেশনের ছত্রাশনাশক বেশ ভালভাবে কাজ করছে বলে গবেষকেরা নিশ্চিত করেছেন।

ওদিকে সিমিটের তত্বাবধানে ব্রাজিলের গম বিজ্ঞানী ড. মোরিশিও একটা মডেল দাঁড় করানোর নিরন্তর চেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন। প্রতিবেশী দেশ ভারত গমের ব্লাস্ট প্রতিরোধী কিছু জাত উদ্ভাবনের দাবী করছে, সেসব জাতের বীজ আমদানীরও চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

ড. আখতারুজ্জামান আরো জানান, এ বছর মেহেরপুরে প্রায় ৫০ বিঘা জমিতে ব্লাস্ট প্রতিরোধী বারি গম ৩৩ জাতের প্রদর্শনী প্লট স্থাপন করা হয়েছে গবেষণা প্রতিষ্ঠান গুলোর সহায়তায়।

গত বছরে উৎপাদিত বীজ থেকে বেসরকারিভাবে আরো ১০০ বিঘার অধিক জমিতে কৃষকরা বারি গম ৩৩ জাতের গম চাষ করেছেন।

ফলে আশা করা হচ্ছে বারি গম ৩৩ জাতের যে পরিমাণ বীজ এ বছরে মেহেরপুর জেলাতে উৎপাদিত হবে তাতে করে আগামী বছর মেহেরপুরের সর্বত্র গমের ব্লাস্ট প্রতিরোধি বারি গম ৩৩ জাতটি ছড়িয়ে পড়বে। তাই গমে চাষের ব্যাপারে ২০১৬ সাল থেকে কৃষকদের মধ্যে যে অনীহা ও ভীতি ছিল সেটা আগামী বছর থেকে দূর হওয়ার আশা করা হচ্ছে।

- নিজস্ব প্রতিবেদক

মুজিবনগরে মুজিববর্ষ পালনের লক্ষে গণনা যন্ত্র স্থাপন

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের শতবছর পূর্তি যথাযথ মর্যাদায় পালন করার লক্ষে মুজিবনগর সৃতিসৌধে ক্ষন গণনা যন্ত্র স্থাপন করা হয়েছে।

আগামী ১০ জানুয়ারী প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা বিকাল ৫ টার সময় ভিডিও কন্ফারেন্স এর মাধ্যমে একযোগে সকল ক্ষণ গণনা যন্ত্রের উদ্বোধন করবেন।

এদিকে, মুজিবর্ষ সুন্দর ভাবে সফল করতে বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নিয়েছে মুজিবনগর উপজেলা প্রশাসন।

বৃহস্প্রতিবার সকালে মুজিববর্ষ পালনের লক্ষে উপজেলা পরিষদ মিলনয়াতনে এক প্রস্তুতি সভায় উপজেলা নির্বাহী অফিসার উসমান গনী এ সকল কর্মসূচির বিষয় উপস্থিত সকলের সামনে তুলে ধরেন। সকলে কর্মসূচির বিষয়ে বিভিন্নজন বিভিন্ন ধরনের মতামত দেন।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার উসমান গনি জানান, মুজিববর্ষ পালনের লক্ষে আমরা ইতিমধ্যে ক্ষন গননা যন্ত্র স্থাপন করেছি। এছাড়া আজ সকালে পরিষ্কার পরিচ্ছন অভিযানের কার্যক্রম শুরু করে দিয়েছি।বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযোদ্ধাকে জানি শির্ষক কুইজ প্রতিযোগীতা করা সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এছাড়া শিক্ষার মান উন্নয়নসহ বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহন করা হয়েছে।

- মুজিবনগর অফিস

প্রধানমন্ত্রীর নতুন বছর শুরু

পুরনো সব ফাইল ক্লিয়ার

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পুরনো বছরের সব ফাইল ক্লিয়ার করে নতুন বছর শুরু করেছেন। তিনি কখনো পুরনো কাজ জমিয়ে রাখেন না। ২০১৯ সালের যেসব ফাইল বাকি ছিল বছরের শেষ দিনে ব্যস্ততার মধ্যেও অতিরিক্ত সময় দিয়ে তা শেষ করেছেন তিনি।

পুরনো সব কাজ শেষ করে নব উদ্যোমে নতুন বছর শুরু করেছেন চারবারের প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা। প্রধানমন্ত্রীর উপ-প্রেস সচিব আশরাফুল আলম খোকন গণমাধ্যমকে বলেন, ২০১৯ সালের সব কাজ ১৯শেই শেষ করে দিয়েছেন। কোনো ফাইল ২০২০ পর্যন্ত টেনে আনেননি। ওনার সব ফাইল উনি ক্লিয়ার করেছেন।

তিনি আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রীর কাছে প্রচুর ফাইল থাকে। গতকাল বছরের শেষ দিনে আট বক্স ফাইল ছিল প্রধানমন্ত্রীর কাছে। উনি গতকালই বাকি থাকা সব ফাইল পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখে ক্লিয়ার করেছেন। পুরাতন বছরের সব কাজ নতুন বছর শুরুর আগেই শেষ করেছেন।

সীমান্তের ১ কিলোমিটার জুড়ে মোবাইল নেটওয়ার্ক বন্ধ

ভারত সীমান্ত থেকে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে এক কিলোমিটার পর্যন্ত এলাকায় মোবাইল ফোনের নেটওয়ার্ক কভারেজ বন্ধ রাখার নির্দেশনা দিয়েছে টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রক সংস্থা বিটিআরসি, যার প্রভাব পড়বে কোটি গ্রাহকের ওপর।

গত রোববার রাতে বিটিআরসির নির্দেশনা পেয়ে এরইমধ্যে সীমান্ত এলাকায় নেটওয়ার্ক বন্ধ করে দিয়েছে দেশের সবকটি অপারেটর।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার সাংবাদিকদের বলেন, “সরকারের উচ্চ পর্যায়ের সিদ্ধান্তে বিটিআরসি এ নির্দেশনা দিয়েছে।”

একটি মোবাইল অপারেটরের একজন শীর্ষ কর্মকর্তা সাংবাদিকদের বলেন, “এ নির্দেশনার ফলে চার অপারেটরের প্রায় দুই হাজার বিটিএস বন্ধ করা হয়েছে। সব অপারেটরই এ নির্দেশনা বাস্তবায়ন করেছে।”

এর ফলে সীমান্ত এলাকার প্রায় কোটি গ্রাহক মোবাইল ফোন ব্যবহারে সমস্যায় পড়বে বলে জানান ওই কর্মকর্তা।

গত রোববার রাতে গ্রামীণফোন, টেলিটক, রবি এবং বাংলালিংক বরাবর পাঠানো নির্দেশনায় বলা হয়, বর্তমান প্রেক্ষাপটে দেশের নিরাপত্তার স্বার্থে পরবর্তী নির্দেশনা না দেওয়া পর্যন্ত সীমান্ত এলাকায় নেটওয়ার্ক কভারেজ বন্ধ রাখতে হবে।

নির্দেশনার কারণ জানতে চাইলে বিটিআরসি চেয়ারম্যান জহুরুল হক বলেন, “সম্প্রতি সরকারের উচ্চ পর্যায়ের একটি বৈঠক থেকে এ সিদ্ধান্ত আসে। সেই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে এ নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।”

নির্দেশনাটি ‘সাময়িক’ বলেও জানান তিনি।

- নিজস্ব প্রতিবেদক